



12804 - ইসলামী জীবনই সর্বোত্তম জীবন ও এতে অবচিল থাকার উপায়সমূহ

প্রশ্ন

ইসলামী জীবনযাপন একজন মানুষের জন্য যাপন করার মতো সর্বোত্তম জীবন। কিন্তু কখনো কখনো এটি কঠিন হয়ে যায়। এমনকি আমি ইসলামী জীবনযাপন চালিয়ে নেওয়ার আশা পাই না।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

ইসলামী জীবনযাপন একজন মানুষের জন্য যাপন করার মতো সর্বোত্তম জীবন। কিন্তু এই জীবনযাপনে ধৈর্য, তত্কিষা ও দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা প্রয়োজন হয়, যা খুব সহজ নয়। বরং ইসলামী জীবনযাপনকারী ব্যক্তি যেনে জ্বলন্ত অঙ্গারকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এই কাজে আল্লাহর তৌফিকের পরে একমাত্র যে বিষয়টি সাহায্য করে সেটি হচ্ছে এই পথের উপর ধৈর্যধারণ করা; যাতে করে বান্দা রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে কোনও অবহেলা করেনি, আবার (দ্বীনরে) বক্তৃতি সাধন করেনি। আপনার অন্তরে হতাশা জায়গা করে নেওয়া থেকে সাবধান থাকুন। এই উম্মতেরে বজ্রি ও আধিপত্যেরে ব্যাপারে আল্লাহর দেওয়া ওয়াদার উপর নশ্চিতি ভরসা রাখুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামী জীবন সম্পর্কে কুরআনেরে বক্তব্য

প্রিয় প্রশ্নকর্তা ভাই, আল্লাহ মুবারকময় করুন। আপনি যখন বলছেন যে ইসলামী জীবন একজন মানুষেরে যাপন করার মতো সর্বোত্তম জীবন, তখন আপনি যথার্থই বলছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য, যা খুব কম মানুষই বুঝতে পারে। আর এই বিষয়টিতে আশ্বস্ত হওয়া তো দূরেরে ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবেরে একাধিক স্থানে বিষয়টি স্পষ্ট করছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে, তাকে আমি উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ঠ কাজেরে পুরস্কার দবি।”[সূরা নাহল: ৯৭]



এছাড়া আল্লাহ স্পষ্ট করছেন যে কউে যদি আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও তাঁকে স্মরণকি থকে বমিখ হয় তাহলে সে নজিকে দুর্ভাগ্য ও কষ্টে পরপূর্ণ জীবনরে সম্মুখীন করল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى

“আর যে আমার স্মরণকি থকে বমিখ হবে তার জন্য রয়েছে কষ্টরে জীবন এবং আমি তাকে কয়ামতরে দনি অন্ধ অবস্থায় উঠাব। সে বলবে: ‘ওগো প্রভু! আমাকে আপনি অন্ধ অবস্থায় উঠালনে কনে? আমি তো (আগে) চোখে দেখেতাম। তিনি বলবেন: এভাবেই তোমার কাছে আমার নদির্শনসমূহ এসছেলি, কনিতু তুমি তা ভুলে গয়িছেলি (তার প্রতি গুরুত্ব দাওনা)। আজ তাই সম্ভবেই তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে। এভাবেই আমি সেই ব্যক্তরি প্রতফিল দিয়ে থাকি, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার প্রভুর নদির্শনসমূহ অবশ্বাস করে। আর পরকালরে শাস্তি তো অবশ্বই কঠনিতর ও অধকিতর স্থায়ী (হবে)।”[সূরা ত্বাহা: ১২৪-১২৭]

উত্তম জীবনরে জন্য প্রয়োগন ধরৈয় ও ততিক্ষা

সম্মানতি ভাই, আপনি যহেতু বিষয়টি জনেছেন, আপনার অন্তরে সেটি স্থরি হয়ছে এবং আপনার মন তাত্রে প্রশান্ত হয়ছে। হে দুর্বল অসহায় সৃষ্টি! তারপর আপনি এও জনেছেন যে, আল্লাহ তাআলা এই জগতরে যমীন-আসমান, সমুদ্র, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, সমতল ভূমি, উপত্যকা, মরুভূমি এ সবই আল্লাহ আপনার জন্য সৃষ্টি করছেন; যমেনটা আল্লাহ তাআলা বলছেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“তনি সেই মহান সত্তা যনি তোমাদরে জন্য পৃথিবীর সবকছি সৃষ্টি করছেন।”[সূরা বাকারা: ২৯]

তারপর এটাও জনেছেন যে এই পৃথিবীতে আপনার অস্তিত্বরে পছেন নহিতি মহান প্রজ্ঞা হছে আপনার রব, সৃষ্টকিত্তা ও অস্তিত্বদাতার ইবাদত করা, যনি সকল কছি উত্তমরূপে সৃষ্টি করছেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“জ্বনি ও মানুষকে আমি আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করছি।”[সূরা যারিয়াত: ৫৬]

আপনি এও জনেছেন যে, তনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করছেন যনে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করনে এবং যাচাই করে দেখনে যে তারা এই ইবাদত আদায়ে এবং এক্ষত্রে আল্লাহর হক পূরণ করছে কনি:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

“যনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করছেন; এ জন্য যে তোমাদেরকে পরখ করে দেখবেন, কে তোমাদের মধ্যে কাজে সেরা। তিনি পরাক্রমশালী, কৃপাশীল।”[সূরা মুলক: ২]

তারপর আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদেরকে এই পৃথিবীতে ওয়াদা দিয়েছেন যে তাদের জন্য পরকালে রয়েছে আসমান-যমীন বসিত জannah। সেই জannahতে থাকবে এমন কিছু যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি ও কোনো মানসপটে কল্পনাও জাগেনি। অন্যদিকে মন্দ কাজে লিপ্ত, আল্লাহর হকরে ব্যাপারে অবহেলাকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ এমন আগুনের ভয় দেখিয়েছেন যা তাকে বলসে দিবে। সে এখানে মারাও যাবে না, আবার জীবিত থাকবে না। সেখানে এমন-সব দণ্ড ও শাস্তি রয়েছে যা শুনলে শিশিও ভয়ে বুড়ো হয়ে যায়, দেখে তো আরও গুরুতর। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনার জন্য নরিপত্তার দোয়া করছি। ...আমীন।

আপনি যখন দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে এটি জানলেন তখন এও জেনে রাখুন যে, এই মহান নিয়ামত লাভ ও কঠনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সফলতা কষ্ট-ক্লেশের একটি সত্তে অতিক্রম করা ছাড়া অর্জিত হবে না। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, ততিক্ষা ও প্রয়াস। কিন্তু এই কষ্ট খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। এর পরে আসবে এক চরিত্তন সুখ ও স্থায়ী আনন্দ। কখনকিরে কষ্ট ও ব্যথাকে যদি চরিত্তন সুখ ও স্থায়ী আনন্দের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে তা ককিনোভাবে সমান হবে বলে আশা করা যায়? .. আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে তার অনুগ্রহ ও জannah প্রদান করেন। .. আমীন।

ইসলামের সূচনা মুষ্টিমিয়ে লোকজনের মাধ্যমে, সূচনালগ্নের মতোই অতি সত্ত্বর তা (মুষ্টিমিয়ে লোকজনের মাঝে) ফরিয়ে যাবে

সম্মানতি ভাই, আল্লাহ আপনাকে তাঁর হদোয়াত লাভের তৌফিক দান করুন। জেনে রাখুন, বর্তমান সময়ের মতো দ্বীন যত অপরচিত হয়ে পড়বে, হক আঁকড়ে ধরা লোকজন যত কমে যাবে, দ্বীনের উপর অবচিল থাকা ও অধিকাংশ মানুষের বপিরীতে যাওয়া মানবাত্মার জন্য ততই কঠনি হয়ে পড়বে। তাই আল্লাহর প্রজ্ঞা ও বদান্যতার দাবি হচ্ছে ঈমানদার, সত্যবাদী ও সত্যের উপর অবচিল ব্যক্তদের নকী বৃদ্ধি করা; যারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অন্য সব কছির উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং এ লক্ষ্যে দামী ও মূল্যবান সবকছি বসির্জন দিয়েছে। সহহি মুসলমি (১৪৫) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মুষ্টিমিয়ে লোকদের মাধ্যমে ইসলামের সূচনা হয়েছে। সত্ত্বর তা মুষ্টিমিয়ে লোকদের মধ্যেই ফরিয়ে যাবে, যমেনটি সূচনাতে ছিল। অতএব, সে সকল মুষ্টিমিয়ে লোকদের জন্য সুসংবাদ।”

সুনানুত তরিমযী (৩০৫৮)-তে আবু সা'লাবা আল-খুশানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের সামনে এমন কিছু দিন আসবে যে দিনগুলোতে ধৈর্যধারণ করা জ্বলন্ত অঙ্গার আঁকড়ে ধরার মত। ঐ সময়ে আমলকারীর জন্য রয়েছে এমন পঞ্চাশজন আমলকারীর সমান নকী যারা তোমাদের মত আমল করে।” এক বর্ণনায় আছে: জিজ্ঞাসা করা হলো: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জনের আমল? নাকি তাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জনের আমল?’ তিনি বললেন: “না; বরং তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জনের আমল।”[হাদীসটি শাইখ আলবানী সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব (৩১৭২) গ্রন্থে সহীহ বলে গণ্য করছেন]

এই সকল গুরুত্বপূর্ণ হাদীসসহ অন্যান্য হাদীস প্রমাণ করে যে শেষে যমানায় খারাপ ও নকিষ্ট মানুষ বেড়ে যাবে এবং উত্তম, তাকওয়াবান ও নেককার মানুষ কমে যাবে। এর কারণ ফতিনার আধিক্য, পাপ ও প্রলোভনের বসিত্ব। ফলে দ্বীন আঁকড়ে ধরা মানুষ জনতার মাঝে অপরচিতি হয়ে পড়বে। এমনকি হয়তো নজি পরিবার-পরিজনের মাঝেও সৎ একাকী হয়ে যাবে।

এছাড়াও এই হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে দ্বীন আঁকড়ে ধরা সহজ বিষয় নয়। বরং দ্বীন আঁকড়ে ধরা ব্যক্তির অবস্থা জ্বলন্ত অঙ্গার আঁকড়ে ধরা ব্যক্তির মত। এই পথে টিকে থাকতে আল্লাহর তৌফিকের পর সবচেয়ে বেশি যত্নে বিষয়টি সাহায্য করে সটেঁই হচ্ছে ধৈর্য। (এই পথের উপর অবচিল থেকে) বান্দা কোনও প্রকার অবহেলা না করলে ও বদলে না গেলে সৎ তার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে রব তার উপর সন্তুষ্ট; ক্রুদ্ধ নয়। ফলে আল্লাহ তার নকী বহুগুণ বাড়িয়ে দাবিনে। যে ব্যক্তি নিশ্চিতিভাবে এ বিষয়টি অবগত হয়েছে তার জন্য আল্লাহর পথে যা কিছু সহ্য করতে হয় তা হালকা হয়ে যায়। কারণ সৎ জানে যে আল্লাহর নকিট তার জন্য যা অপেক্ষা করছে তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, করুণা ও অনুগ্রহের ফলে অনেকে উত্তম।

আমরা এ কথাগুলো এ জন্য বললাম যদি আপনি নিজের জন্য বিষয়টিকে কঠিন মনে করেন, আপনার যদি আশঙ্কা হয় যে আপনার ধৈর্য কমে আসবে এবং দৃঢ়তার পথ থেকে পদস্খলন ঘটবে।

আপনার অন্তরে হতাশা জায়গা করে নেওয়া থেকে সাবধান হোন

কিন্তু আপনি যদি এমন কিছু অনুভব করেন যে, আপনি যে ইসলামি জীবন যাপন করছেন, তা আপনার চারপাশের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং তাদেরকে সেই জীবনে ফরিয়ে আনার যে দায়িত্ব আপনার ওপর আছে, সেটা আপনি পূরণ করতে পারার আশা নাই। যহেতু আপনি প্রচণ্ড বাধা, বিরোধিতা ও আপনার নরিমতি কাঠামো ভেঙে দেওয়ার নানা উপাদানকে সম্মুখীন হচ্ছেন। তাহলে জনে রাখুন, আপনি এ পথে যে প্রতিটি পদক্ষেপে ফলেনে প্রতিযেকটি পদক্ষেপেই একটি করে বিজয়, একটি করে সাদাকা। একটি ভালো কথাও সাদাকা। আপনি জানেন না, কখন আপনার বলা কোনও কথা শ্রোতাদের কারও মনে প্রভাব ফেলবে; এমনকি সেটা কিছুকাল পরে হলেও। কোনদিন এই উপকার থেকে আপনি নিরাশ হওয়া উচিত হবে না। তাই সেই উপকারের আশা আপনার মন থেকে দূর হয়ে যাওয়া উচিত নয়:

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“যখন তাদের একটি দল বলছিল: ‘কনে তোমরা এমন লোকদের উপদেশে দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দবিনে কথিবা কঠনি শাস্তি দবিনে?’ তখন তারা বলছিল: ‘তোমাদের প্রভুর কাছে কফিয়িত দেওয়ার জন্য, আর যাতো তারা নবিত্ত হয়’।”[সূরা আ’রাফ: ১৬৪]

আপনার অন্তরে হতাশা অতি সন্তর্পণে জায়গা করে নেওয়া থেকে সাবধান হোন। কারণ:

لَا يَنَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“বস্তুত কাফরেরা ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কটে নরাশ হয় না।”[সূরা ইউসুফ: ৮৭]

আর আপন পুরা আশা ছড়ে দেওয়া থেকেও সতর্ক থাকুন, কেননা তা ভ্রষ্টতা:

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

“বপিতগামীরা ছাড়া কটে তার রবরে অনুগ্রহ থেকে নরাশ হয় না।”[সূরা হজির: ৫৬]

জনে রাখুন, আপনার পদক্ষেপসমূহ বৃথা যাবে না। আপন যতক্ষণ রাস্তায় আছেন, যে জায়গায় এসে আপনার জীবন ফুরিয়ে যাবে সেটাই আপনার গন্তব্য। আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হজিরত করে নজিরে ঘর থেকে বরে হয়, তারপর (হজিরত থাকা অবস্থায়) মারা যায়, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়াময়।”[সূরা নসি: ১০০]

তারপর আপনার পরবর্তী ব্যক্তিদের ভূমিকা আসবে। তারা আপনার হয়ে পতাকা বহন করে বাকি রাস্তা পূরণ করবে। এই উম্মতে কত অবশিষ্ট ব্যক্তি যে আছে! “আল্লাহ সর্বদা এই দ্বীনরে মধ্যে একটি গাছ রোপণ করতে থাকবনে (এমন লোক সৃষ্টি করতে থাকবনে) যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবনে।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন; শাইখ আলবানী ‘সুনান ইবনে মাজাহ’ (১/৫) গ্রন্থে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

আল্লাহর দেওয়া বজিয় ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে নশ্চিতি থাকুন

আল্লাহ এই উম্মতকে যে বজিয় ও ক্ষমতায়নে ওয়াদা করছেন সে ব্যাপারে ভরসা রাখুন।



وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

“আমি উপদশেরে পর (যাবুর) কতিব লেখি দিয়েছি যে, ‘নিশ্চয় আমার সৎকর্মশীল বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।’”[সূরা আম্বিয়া: ১০৫]

“অবশ্যই রাত-দনি যখনে যখনে পটৌছে এ দ্বীন সেখনে সেখনে পটৌছ যাবে। আল্লাহ কোন (শহররে) ঘর ও (বদেউন) শবিরি এ দ্বীন প্রবষ্টি না করে ছাড়বনে না; সম্মানতি ব্যক্তরি সম্মানরে সাথে হোক কথিবা অসম্মানতি ব্যক্তরি অসম্মানরে সাথে হোক। এমন সম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে সম্মানতি করবনে এবং এমন অসম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ কুফরীকে লাঞ্ছতি করবনে।”[হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ‘সলিসলিতুস সহহি (৩২) গ্রন্থে এটিকে সহহি বলে গণ্য করেন] (আপনি চাইলে فالتصديق لا تيأس فالنصر قادم শীর্ষক আলোচনাটি শুনতে পারেন)

প্রিয় ভাই,

আমি আপনাকে উপদশে দবি যে আপনি দ্বীনকে আঁকড়ে ধরুন। বহু ফতিনা, প্রলোভন ও নানান বাধা-প্রতাবিন্দকতা থাকা সত্ত্বেও এর থেকে কোনেভাবে সরে যাবনে না। জনে রাখুন, শুভ পরণতি মুতাকীদরে জন্ম।

যে সমস্ত মাধ্যম আপনাকে আল্লাহর দ্বীনে অবচিল থাকতে সাহায্য করে, সেগুলো (সংরক্ষণরে) ব্যাপারে সচতেন থাকুন। এই ওয়েবসাইটে দ্বীনের উপর অবচিল থাকার উপায় ও মাধ্যমসমূহ সম্পর্কে একটি পুস্তকি পাবনে। আপনাকে সেটি পড়ার পরামর্শ দচ্ছি।

দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার উৎসাহ দিয়ে এমন কিছু আয়াত

সম্মানতি ভাই,

আলোচনার শেষভাগে আমি আপনার সামনে আল্লাহর কতিবরে এই মহান আয়াতগুলো পশে করতে চাই, যে আয়াতগুলো আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে উপর অবতীর্ণ করছেন; যাত সেগুলো মুমনিদরে হৃদয়ের জন্ম নরিময়ক হয়, রোগগুলোর চকিৎসা হয়। আপনি মনোযোগ ও পর্যবেক্ষণরে সাথে আয়াতগুলো পড়ুন। যদি এই আয়াতগুলোর কোনে সংক্ষিপ্ত তাফসীর পড়তে পারনে তাহলে সেটি অনেকে ভালো। যমেন: শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা’দীর রচতি তাফসরি কথিবা তাফসরি ইবনে কাছীর।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُزْلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرُ اللَّهُ إِلَّا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ فَرِيبٌ

“তোমরা ক’মিনে করো য়ে, জান্নাতে প্রবশে করবো? অথচ তোমাদের পূর্বযে যারা চলে গিয়েছে তাদের মত অবস্থা তোমাদের এখনো আসনে। তারা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টেরে কবলে পড়েছিল এবং (ভয়ে) এমনভাবে কম্পতি হয়েছিল যো রাসূল ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদাররা বলছিল: “কখন আল্লাহর সাহায্য আসবো?” জনে রেখে, আল্লাহর সাহায্য নকিটবর্তী।”[সূরা বাকার: ২১৪]

তনি আরো বলেন:

الْم * أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“আলফি লাম মীম। মানুষ ক’মিনে করো য়ে, “আমরা ঈমান এনছে” বললহে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবো এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবো না? তাদের পূর্বযে যারা ছিল তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করছেলাম। আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদী থেকে। মথিযাবাদীদেরকে (সুস্পষ্টভাবে) জনে নবেনে।”[সূরা আনকাবূত: ১-৩]

তনি বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

“আর যারা ঈমান এনছে ও সৎকাজ করছে আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদেরে অন্তর্ভুক্ত করব। কিছু মানুষ আছে যারা বলে: ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনছে’ কিন্তু তারা যখন আল্লাহর পথে নপীড়তি হয় তখন তারা মানুষেরে নপীড়নকে আল্লাহর আযাবেরে মত গণ্য করে। আর যখন তোমার রবেরে পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য বা বজিয় আসে তখন তারা বলে: ‘আমরা তো তোমাদের সাথেই ছলাম।’ আল্লাহ ক’বিশ্ববাসীর অন্তররে কথা সম্যক অবগত নন?”[সূরা আনকাবূত: ৯-১০]

তনি বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

“মানুষেরে মাঝে এমন মানুষও আছে যো এক প্রান্তে (সন্দহেরে মধ্যযে) থেকে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তার ভালো কিছু হয় তাহলে সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যদি তার উপর কোনো পরীক্ষা আসে, তাহলে সে নিজেরে মুখেরে উপর (আগেরে কুফরির

অবস্থায়) ফরিযে যায়। সবে দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই হারায়। এটাই হল প্রকাশ্য ক্ষতি।”[সূরা হজ্জ: ১১]

তিনি বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

যারা বললে: “আমাদের রব আল্লাহ” তারপর (সত্যের উপর) অটল থাকলে, তাদের কাছে (মৃত্যুর সময়) ফরেশেতারা অবতীর্ণ হয় এবং বললে, “তোমরা ভয় করো না, চিন্তিত হয়ো না। তোমাদেরকে যে জান্নাতেরে ওয়াদা করা হত তার সুসংবাদ গ্রহণ কর।”[সূরা ফুসসলিত: ৩০]

তিনি বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“যারা বললে: ‘আমাদের রব আল্লাহ’ এবং তারপর (সৎপথে) অটল থাকলে তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতেরে অধিবাসী। সেখানে তারা চরিকাল থাকবে। (দুনিয়ায়) তারা যসেব ভালো কাজ করত সবে সবরে বনিমিয়ে ওটা তাদের পুরস্কার।”[সূরা আহকাফ: ১৩-১৪]

এছাড়া আরও যসেব আয়াত দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার প্রতিউদ্বুদ্ধ করে এবং সত্যবাদী ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তার ববিরণ দিয়ে। এই ভাবকে সাব্যস্ত করে, স্পষ্ট করে ও ববিরণ দিয়ে এমন বহু আয়াতে আল্লাহর কতিব পরপূর্ণ। সুতরাং ভাই আমার, আপনাকে পরামর্শ দবি আপন মিনায়েগে দিয়ে, বুঝবুঝে কুরআন পড়ুন। ইন শা আল্লাহ কুরআনই আপন এমেন সাহায্য পাবনে যা আপনকে ধৈর্য ধরা, বরিক্ত না হওয়া, হতাশ না হওয়া এবং পথকে দীর্ঘ মনে না করার ক্ষমত্রে সহায়তা করবে। এই দুনিয়ার জীবন খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। তারপর বান্দা তার কৃতকর্ম নিয়ে স্বীয় রবরে সাক্ষাৎ করবে। যদি উত্তম হয় তাহলে উত্তম, আর যদি মন্দ হয় তাহলে মন্দ।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“যদেনি প্রত্যেকেই তার ভালো কাজ উপস্থিতি পাবে এবং তার খারাপ কাজও। সদেনি সবে কামনা করবে, যদি তার ও খারাপ কাজের মধ্যে একটি বড় দূরত্ব থাকত! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে (তাঁর শাস্তি সম্পর্কে) তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি দয়াশীল।”[সূরা আলে-ইমরান: ৩০]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেনে কল্যাণের জন্য আপনার বক্ষকে উন্মোচন করে দেন এবং তাঁর সাথে



সাক্ষাৎ লাভ পর্যন্ত এর উপর আপনাকে অবচিল রাখনে। তিনি যনে আপনার থেকে অনষ্টি ও মন্দ দূর করে দনে। তিনি সর্বশ্রোতা ও নকিটবর্তী। আল্লাহ তাআলা সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞে।

অগণতি দুরূদ ও সালাম বর্ষতি হোক তাঁর বান্দা ও নবী মুহাম্মাদরে প্রতি, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীবর্গরে প্রতি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞে।